।।সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় কলাবৃত্ত ছন্দ ।।

ডঃ সান্ত্বনা চক্রবর্ত্তী (বাংলা বিভাগ)

'সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে।'(গদ্যকাব্য, পৃ-৪৪৯) - বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, ছন্দ নিয়ে তাঁর ভাবনার পরিচয় আছে 'ছন্দসরস্বতী'গ্রন্থে। কবির কাছে মঞ্জুমরাল বাহনে ছন্দসরস্বতী একদিন হৃদ্যাশ্রী মূর্তিতে দেখা দিলেন, কবি তাঁর কণ্ঠে শুনতে পেলেন, এই আমার মঞ্জুমরাল, এর কণ্ঠে কলধ্বনি,চরণে নৃত্য, গতিতে বৈচিত্র্য আর সুষমা।'[ছন্দ সরস্বতী] (রায় পৃ-১০) এতদিন গাঙ্গিনী তরণের মকরাঙ্গী ডিঙা ক্রমাগত খালের জলে ঘুরে মরেছে, এবার সাগর তরঙ্গ ভঙ্গে গঙ্গা-যমুনা পদ্ধতিতে এর উল্লাস।সত্যেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, ''পয়ার ত্রিপদীর কাজ ফুরিয়েছে। ছন্দবিদ্যায় বাঙালী আর পাঠশালের পোড়ো নয়, উঁচু ক্লাসে প্রোমোশন হয়েছে। সে আর আসামী কবির-

'দুধ পিউ দুধ পিউ বোলেরে যশোবা।
দুধ না খাঞা গোপাল কান্দে ওবাঁ ওবাঁ।।'

ছন্দে ভুলছে না ; কারণ তার ছন্দ বুদ্ধি এখন বোধিসত্ত্ব , সে আর স্তন-ধয় শিশু নয়। মঞ্জুমরালের পায়ে সোনার মঞ্জীর বেজে উঠেছে। এ আর গাঙ্গিনী তরণ পদ্ধতির মকরাঙ্গী ডিঙা নয়; এতে ঙ-এর দুরকম বাটখারার ওজন চলবে না। ছন্দ ব্যবসায়ীরা এখন থেকে আর হসন্তের ষাট তোলা, স্বরান্তের আশি এবং সংযুক্তাক্ষারের একশ তোলা-ছন্দেশ্বরীর টাটে বসে- তিন রকম বাটখারায় মিশিয়ে ইচ্ছামত ওজন দিয়ে চুক্তি ভুক্তন করতে পারবেন না ; ''[ছন্দ সরস্বতী] (রায় পৃ-১১-১২)।

আধুনিক কলাবৃত্ত ছন্দের প্রাথমিক রপটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যেও দেখা যাবে কিছু রূপ ও রূপান্তর। যেমন -

'নিষ্প্রভ আঁখি
নিখিলে নিরখে কালি,
মন রে আমার
সাজা তুই বৈকালী ,-
সন্ধ্যামণির ডালি।' [বৈকালী (অভ্র-আবীর),] (রায় পৃ- ৭৭৮)

'হৃদ্যাপদ্ধতির যুক্তপূর্ব হসন্ত-হরফের স্বর-লোলুপতার অবসান'[ছন্দ সরস্বতী] (রায় পৃ-৪৩) প্রচেষ্টায় তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষাও প্রসঙ্গত স্মরণীয় ।

সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছাড়া ইংরেজী , ফরাসী , জাপানী প্রভৃতি ছন্দ বাংলায় আনতে গিয়ে একই রীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর পিয়ানোর গান কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য-

'তুল্ তুল্ /টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ /তুল্ তুল্
কোন্ ফুল্ / তার তুল্
তার তুল্ /কোন্ ফুল্ ।' [পিয়ানোর গান (অভ্র-আবীর)](রায় পৃ- ৬৭৩)

এখানে কবি চারমাত্রা বিন্যাসের কলাবৃত্ত রক্ষা করেছেন।

সিংহল কবিতাটি স্কটের 'Young Lochinvar'-এর ছন্দে লিখিত।

'O Young/Lochinvar/ is Come out / of the West,

Through all /the Bor/der his steed/ was the best

And save/ his-good broad / Sword he wea/pons had none.' ? (স্কটস্ পোয়েটিকাল ওয়ার্কস)

সত্যেন্দ্রনাথ সিংহল কবিতা থেকে -

'ওই /সিংহল দ্বীপ/ সুন্দর শ্যাম,/ নির্মল তার / রূপ,

তার / কণ্ঠের হার/ লঙ্গঁর ফুল/ কর্পূর কেশ/ধূপ।'সিংহল (কুহু ও কেকা)(রায় পৃ- ৩৯৮)

এতে সত্যেন্দ্রনাথ ২।৬।৬।২ মাত্রাবিন্যাসে কলাবৃত্ত রীতির ব্যবহার করেছেন। দুটি স্থানে তিনি মুক্তদল ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া সবক্ষেত্রেই রুদ্ধদল দিয়েছেন।

তীর্থরেনু ও অভ্রআবীর কাব্যগ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ যথাক্রমে তানকা, তানকাসপ্তক ও বৈকালী নামে একই স্তবকবন্ধের তিনটি কবিতা লিখেছেন।

নিদর্শন স্বরূপ :-

'অশ্রুর দেশে/

হাসি এসেছিল/ ভুলে;

সে হাসিও শেষে

মরণে পড়িল/ ঢুলে

অশ্রু সায়র। কূলে।'(তানকা সপ্তক (অভ্র-আবীর)(রায় পৃ- ৭৬৮)

আলোচ্য কবিতাটিতে কবি ৬।৬।২।৬।৬।২।৬।২ মাত্রাবিন্যাস করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের এই জাতীয় সংস্কৃত এবং দেশী ও বিদেশী লঘু-গুরু বা প্রাস্বরিক-অপ্রাস্বরিক ছন্দকে মোহিতলাল হসন্তপ্রাণ মাত্রাবৃত্ত নাম দিয়েছেন। আলোচ্য ছন্দ সম্পর্কে তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে -

এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের হসন্তপ্রাণ মাত্রাবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সত্যেন্দ্রনাথ এই হসন্তযুক্ত অক্ষরকেই (যথা তুম, দের্ , সর্ , নার্) গুরু এবং সকল স্বরান্ত বর্ণকে (যথা - তা, কে, কি, প, স) লঘু ধরে বাংলা কবিতায় সংস্কৃতের অনুসরণে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনা করতে চেয়েছিলেন।(মজুমদার,পৃ- ৬৮)

সত্যেন্দ্রনাথ শুধু সংস্কৃত এবং অন্যান্য দেশী-বিদেশী ছন্দ প্রয়োগ করেই সন্তুষ্ট থাকেননি, তিনি রুদ্ধদল বিন্যাসের দ্বারা বাংলা ছন্দের নতুনতর ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। রুদ্ধ ও মুক্তদলের সুনির্দিষ্ট বিন্যাসের দ্বারা বাংলা কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দের ধ্বনি স্পন্দনগত ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা থেকে কলাবৃত্ত

রীতির নিদর্শন দেওয়া হলো -

'ঝর্ণা!/ঝর্ণা!/সুন্দরী/ঝর্ণা!

তরলিত/ চন্দ্রিকা!/চন্দন-/বর্ণা!'[ঝর্ণা ঝর্ণা (বিদায় আরতি)] (রায় পৃ- ১০৪০।

চতুস্কল পর্বভাগের এ ছন্দের প্রয়োজনে কবি মুক্তদলের গুরু দ্বিকলা উচ্চারণ এনেছেন । রুদ্ধদলের বহুল ব্যবহারে ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়েছে। চারমাত্রা বিন্যাসের আরো বৈচিত্র্য কবি দেখিয়েছেন।

'চুপ্ চুপ্/ ওই ডুব্

দ্যায় পান্/ কৌটি।' [দূরের পাল্লা (বিদায় আরতি)] (রায় পৃ- ১০১৩।)

এখানে কবি সবই রুদ্ধদল ব্যবহার করেছেন। দুটি রুদ্ধদলের চার কলা মাত্রার বিন্যাস করেছেন। মুক্তদলের কলা প্রসারণ ঘটেনি বলেই দলবৃত্ত রীতির উচ্চারণ প্রকাশ পায়নি। সুতরাং এটিকে কলাবৃত্ত বলেই গণ্য করতে হবে।

'হিল্লোল বিলাস' কবিতাটিতে ৪।৪।।৪।৪ মাত্রা ভাগের চৌপদীবন্ধে রুদ্ধ ও মুক্তদলের সুনির্দ্দিষ্ট বিন্যাসরীতিতে এ ছন্দ রচনা করেছেন। নিদর্শন স্বরূপ ;-

'প্রাণে মনে হিল্লোল

বনে বনে হিন্দোল

মেঘে মৃদঙের বোল মৃদু-মন্থর ;' [হিল্লোল বিলাস(বিদায় আরতি)](রায় পৃ- ৯৫২।)

সত্যেন্দ্রনাথ সুনির্দ্দিষ্ট রুদ্ধ মুক্ত দল বিন্যাসে ত্রিদল পঞ্চকলা এবং চতুর্দল পঞ্চকলা ছন্দ রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ত্রিদল পঞ্চকলা পর্ব :

'চপল পায় কে বল ধাই

উপল ঘায় দিই ঝিলিক।' {'ঝর্ণার গান (বিদায় আরতি)} (রায় পৃ- ৯৯০।)

চতুর্দল পঞ্চকলা পর্ব :

'সিন্ধু তুমি/ বন্দনীয়,/ বিশ্ব তুমি/ মাহেশ্বরী ;
দীপ্ত তুমি,/ মুক্ত তুমি,/তোমায় মোরা / প্রণাম করি।'{সমুদ্রাষ্টক (অভ্র-আবীর)}(রায় পৃ- ৭৫০।)

শার্দূল বিক্রীড়িত ও মালিনী দুটি অসমমাত্রিক পর্বের ছন্দ। সত্যেন্দ্রনাথ শার্দূল বিক্রীড়িত এক চরণকে তিন চরণের চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে পরিণত করেছেন। তিনি মালিনীর চরণকে ষন্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের দুই চরণে রূপ দিয়েছেন । কিন্তু একে বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক করে তুলেছেন। যথা -

'পিঙ্গঁল বিহ্বল ব্যথিত নভতল।
কই গো কই মেঘ উদয় হও
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ।
মন্দ্র মন্থর বচন কও।'{যক্ষের নিবেদন (কুহু ও কেকা)}(রায় পৃ- ৩৬৬।)

এই পিঙ্গঁল বিহ্বল এবং সন্ধ্যার তন্দ্রার এই দুটি সাত মাত্রার নয়, আট মাত্রার।

কবির সার্থক অনুবাদ তোটক ছন্দ। সংস্কৃত তোটকের প্রতি চরণে প্রথম দুটি অক্ষরকে অতিপার্বিক অংশে পরিনত করে একে চারমাত্রার মাত্রবৃত্তে পরিণত করা যায়। মূলের লঘু + লঘু + গুরু বিন্যাসের পর্বকে তিনি গুরু + লঘু + লঘু বিন্যাসের পর্বে পরিনত করেছেন।

'(ওকে) ফুটল গো/ ফুটল দি/ গন্ত ভরি।
(কারা) জাগল ধূ/ সর ধূলি/ শয্যা প/রি।।'[জাফরানের ফুল] (রায় পৃ- ৭৭৩।)

পিয়ানোর গান, চরকার গান কবিতার ছন্দকে যেমন সংস্কৃত বিদ্যুন্মালার অনুবাদ বলা যায়, তেমনি ইংরেজী spondee অনুবাদ বলা যায় । এর পর্বের অক্ষরবিন্যাস গুরু + গুরু । যেমন -

'তুল্ তুল্ /টুক্ টুক্/টুক্ টুক্ /তুল্ তুল্ ।

কোন্ ফুল্ / তার তুল্ /
তার তুল্ /কোন্ ফুল্ ?' [পিয়ানোর গান,] (রায় পৃ- ৬৭৩।)

সত্যেন্দ্রনাথের কতগুলি নতুন প্যাটার্নের ছন্দ ঠিক শব্দের অনুবাদ নয়, বিভিন্ন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মাত্রাবৃত্তকে হলন্ত অক্ষরের দ্বারা বিচিত্ররূপে সাজানোর মনোবৃত্তি থেকে এর উৎপত্তি। হলন্ত অক্ষরগুলির উচ্চারণে শ্বাসাঘাত এসে যায় বলে এগুলিকে বলবৃত্ত বলে ভুল হয়। বিশেষ করে পাঁচমাত্রার ও সাতমাত্রার মাত্রাবৃত্তে এ ছন্দ রচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ :-

হরমুকুট/ হরমুকুট/ ভূস্বরগের/ সুমেরুকূট

গগনে প্রায়। ভিড়ায়ে কায়/ করিতে চায়। তারকা লুট।।'[অভ্র-আবীর,] (রায় পৃ- ৭৭১)

ছয়মাত্রার কলাবৃত্তের নিদর্শন -'পাখী ডেকে ওঠে/ ওই গো ওই,

বয় ভোরের

হিম বাতাস

জাগল কার

শান্ত চোখ

ফুটল কার

পুষ্প হাস।।' [মাতা মনু] (রায় পৃ- ৯১৭।)

গ্রন্থতালিকা

১) প্রবাসী,মাঘ, ১৩৮৬
২) রায়,অলোক,সম্পাদিত সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ, কলিকাতা,
সাহিত্য সংসদ, ১৩৯১
৩) রায়,অলোক,সম্পাদিত : ছন্দসরস্বতী, কলিকাতা, আন্দনধারা, ১৩৭৪
৪) লকহার্ট, জে.জি : স্কটস্ পোটিকাল ওয়ার্কস
৫) মজুমদার, মোহিতলাল : বাংলা কবিতার ছন্দ(২য় সং)
হাওড়া, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৫।